বিষয়বস্তুঃ জুমুআর দিনের ফযীলত ও আমল

রজব মাসের দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান

(১১ রজব ১৪৪৪ হিজরী, ৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ৮৪

ওয়েবসাইটঃ www.jamianumania.com

نَحْمَدُهُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوٓا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

মুহতারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ রজব মাসের ১১ তারিখ, দ্বিতীয় জুমুআ। আজ আমরা জুমুআর দিনের ফযীলত ও আমল সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

জুমুআর দিনের নামকরণঃ

'জুমুআ' শব্দটি 'জুমউন' থেকে গঠিত হয়েছে, যার মানে হল একত্রিত করা। যেহেতু জুমুআর দিনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের সমাবেশ হয়েছে এবং আগামীতেও

হবে। আল্লাহ তায়ালা নভমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং সমস্ত কিছুকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। এই ছয় দিনের শেষ দিন ছিল জুমুআর দিন। তাই এ দিনকে বলা হয় ইয়াওমুল জুমুআ বা জুমুআর দিন। জুমুআর দিনের নামকরণ সম্পর্কে মুসনাদে আহমাদের ৮১০২ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'ইয়াওমুল জুমুআ' বা জুমুআর দিন নাম রাখার কারণ কী? উত্তরে নবীজি বলেছিলেনঃ এর কারণ এই যে, এ দিনে আদম আলাইহিস সালামকে পয়দা করা হয়েছে। এ দিনে কিয়ামত হবে এবং সকলকে কবর থেকে উঠানো হবে। (আর সূরা 'তাগাবুনে'র ৯ নম্বর আয়াতে কিয়ামতের দিনকে বলা হয়েছে يوم الجمع বা একত্রিত করার দিন।) এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে যে মুহূর্তে বান্দা যে দুআ করবে আল্লাহ তায়ালা তা কবুল করে থাকেন। 'আলগুনয়া' নামক কিতাবের ২ খণ্ডের ১০৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, আদম আলাইহিস সালামের গঠন ৪০ বছর পড়ে থাকার পর

জুমুআর দিনে রূহের সাথে যুক্ত করা হয়েছিল। অনুরূপ ভাবে, আদম ও হাওয়া (আঃ) দুনিয়ায় আসার পর দুজনই বহুদিন পৃথক থাকার পর জুমুআর দিন তাঁরা একত্রিত হয়েছিলেন। যাইহোক, এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাবেশের কারণে এদিনকে জুমুআর দিন বলা হয়।

জুমুআর দিনের ফযীলতঃ

ভাই সকল ! সপ্তাহের দিনগুলির মধ্যে আল্লাহ তায়ালা জুমুআর দিনকে বিশেষ ফযীলত দান করেছেন। এ দিনটি ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের জন্যেও নির্ধারিত করা হয়েছিল কিন্তু তারা এটা গ্রহণ করেনি। সহীহ মুসলিমের ৮৫৫ নম্বর হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমরা (আগমনের দিক দিয়ে) সর্ব শেষ উম্মত। কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা সবার আগে থাকব। তবে ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে আমাদের আগে কিতাব দেওয়া হয়েছে। এ (জুমুআর) দিনটি তাদের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এ দিনটি সম্পর্কে মতভেদ করেছিল। আল্লাহ তায়ালা এদিনটির ব্যাপারে

আমাদের হিদায়েত দিয়েছেন। এ দিনের ব্যাপারে তারা আমাদের পেছনে রয়েছে। ইয়াহুদীরা আমাদের পরের দিন (শনিবার) এবং খৃস্টানরা তার পরের দিন (রবিবার গ্রহণ করেছে)। অর্থাৎ, শনি ও রবিবার যেমন জুমুআর দিনের পরে এসেছে, অনুরূপ ভাবে কিয়ামতের দিন তারা আমাদের পরে থাকবে।

এ দিনের ফযীলত বয়ান করে সহীহ মুসলিমের ৮৫৪ নম্বর হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَة

“সূর্য উদয় হওয়ার সবচেয়ে উত্তম দিন হল জুমাআর দিন। এ দিনে আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এ দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। এ দিনে জান্নাত থেকে বার করা হয়েছে। আর জুমুআর দিনে কিয়ামত কায়েম হবে।”

জুমুআর দিন অন্যন্য সব দিনের সর্দারঃ

হযরত আবূ লুবাবাহ ইবনুল মুনযির (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “আল্লাহ তায়ালার নিকট জুমুআর দিন অন্যান্য সব দিনের সর্দার ও বৃহত্তম। আর এ দিনটি আল্লাহ তায়ালার নিকট ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনের চেয়েও বৃহত্তম।

এ দিনে ৫ টি বিষয় রয়েছেঃ (১) এ দিনে আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেছেন। (২) এ দিনে তাঁকে যমীনে নামিয়ে দিয়েছেন। (৩) এ দিনে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। (৪) এ দিনে এমন একটি সময় আছে, যে সময়ে বান্দার দুআ আল্লাহ তায়ালা কবুল করে থাকেন। যদি সেই দুআটি কোন হারাম বিষয়ের না হয়ে থাকে। (৫) এ দিনে কিয়ামত কায়েম হবে। আল্লাহর নিকটতম ফেরেশতা, আসমান, যমীন, হাওয়া, পাহাড়, সমুদ্র, সকলে জুমুআর দিনকে ভয় করে।” এটা সুনানে ইবনে মাজার ১০৮৪ নম্বর হাদীস।

মুআত্তা মালিকের ৪৬৩ নম্বরে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) জুমুআর ফযীলত বর্ণনা করে বলেছেনঃ মানুষ এবং জিন ব্যতীত সকল প্রাণী কিয়ামত আসার ভয়ে জুমুআর দিন ফজরের সময় আরম্ভ হওয়া থেকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত কান লাগিয়ে কিয়ামতের অপেক্ষা করে। অর্থাৎ, যখন জুমুআর দিন আসে, প্রত্যেক প্রাণী এ ভয় করতে থাকে যে, হতে পারে আজকের এ জুমুআর দিনে কিয়ামত কায়েম হবে।

সম্মানিত উপস্থিতি ! ইমাম শাফেয়ী (রহ) 'কিতাবুল উম্মে' ১ম খণ্ডের ২৪০ পৃষ্ঠায় জুমুআর দিনের ফযীলত অধ্যায়ে হযরত আনাস (রযি) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত জিবরাঈল (আঃ) একটি বিশেষ চিহ্ন যুক্ত সাদা আয়না নিয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হন। নবীজি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন এটা কী জিনিস? উত্তরে জিররাঈল (আঃ) বলেছিলেনঃ এটা হল জুমুআ। এ দিনটি দ্বারা আপনার এবং আপনার উম্মতকে বিশেষ ফযীলত দেওয়া হয়েছে।

ইয়াহুদী ও খৃষ্টান সকলেই এ দিনটির ব্যাপারে আপনাদের অনুগামী। আমাদের ফেরেশতা মহলে এ দিনকে বলা হয় 'ইয়াওমুল মযীদ'। নবীজি জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে জিবরাঈল ! ইয়ামুল মযীদের অর্থ কী? উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ আল্লাহ তায়ালা জান্নাতুল ফিরদাউসে মেশকে আম্বরের টিলা বিশিষ্ট একটি সুগন্ধময় প্রশস্থ ময়দান প্রস্তুত রেখেছেন। জুমাআর দিনে আল্লাহ তায়ালা কিছু ফেরেশতাদের সেখানে অবতরণ করান। আর সেই ময়দানের চতুর্দিকে আছে বহু নূরের মিম্বার। তাতে আছে নবী ও সিদ্দীকগণের বসার আসন। আর সেই মিম্বারগুলিকে ইয়াকূত ও মণিমুক্তা খচিত সোনার মিম্বার দ্বারা বেষ্টন করা আছে। তার উপরে আছেন শহীদ ও সিদ্দীকগণ। তাঁরা সেই মেশকের উপর বসেন। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে বলেনঃ আমি তোমাদের রব। তোমরা আমার প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করেছ। সুতরাং তোমরা আমার কাছে চাও। আমি তোমাদের দেব। তাঁরা বলবেনঃ হে আমাদের রব ! আমরা আপনার সন্তুষ্টি চাই।

আল্লাহ তায়ালা বলবেনঃ আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমরা যা চাবে তা পেয়ে যাবে। আর আমার কাছে আছে অতিরিক্ত নিয়ামত। জুমুআর দিনে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এসব নিয়ামত পাওয়ার কারণে তাঁরা এ দিনকে ভালবাসেন।

জুমুআর দিনে ইন্তেকাল কারীর ফযীলতঃ

সুনানে তিরমিযীর ১০৭৪ নম্বর হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ القَبْرِ

“যে মু’মিন ব্যক্তি জুমুআর দিন অথবা জুমুআর রাতে ইন্তেকাল করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবেন।”

সুধীবৃন্দ ! এ পর্যন্ত আমরা জুমুআর দিনের নামকরণ ও ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা শুনছিলাম। এবার আসুন, জুমুআর দিনের বিশেষ কিছু আমল নিয়ে আলোচনা করিঃ

জুমুআর দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হল, জুমুআর নামায। আল্লাহ তায়ালা সূরা জুমুআর ৯ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوٓا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِن يَوۡمِ الۡجُمُعَةِ فَاسۡعَوۡا اِلٰى ذِكۡرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الۡبَيۡعَ ذٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

“হে মুমিনগণ ! জুমুআর দিন যখন নামাযের আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর যিক্‌রের দিকে ধাবিত হও এবং কেনাবেচা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্য ভাল যদি তোমরা বুঝ।” আয়াতের অর্থ হল, জুমুআর দিন জুমুআর আযান হয়ে গেলে নামায ও খুতবার জন্য গুরুত্ব সহকারে মাসজীদে যাও এবং কেনাবেচা বন্ধ করে দাও।

মনে রাখবেন, যাদের উপর জুমুআর নামায ফরয, তাদের জন্য জুমুআর আযানের পর কেনাবেচা ইত্যাদি দুনিয়াবী কাজ-কর্ম করা হারাম। অতএব, আমাদের উচিত যে, আমরা আযানের পর নামাযের প্রস্তুতি ছাড়া অন্য কোন কাজ যেন না করি। বরং আযানের আগেই যদি আমরা মাসজীদে হাযির হই, তাহলে তার ফযীলত খুবই বেশি।

এ সম্পর্কে আমরা একটি হাদীস জেনে রাখি। সহীহ মুসলিমের ৮৫০ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ، وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَةَ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ

জুমুআর দিন এলে মসজিদের প্রতিটি দরজায় ফেরেশতারা নিযুক্ত হন এবং তারা আগমন কারীদের নাম ক্রমানুসারে নথিভুক্ত করে থাকেন। ইমাম যখন (মিম্বারে) বসেন তখন ফেরেশতারা নথিপত্র গুটিয়ে নিয়ে খুতবা শোনার জন্য চলে আসেন। মসজিদে প্রথম আগমনকারী উট কুরবানী করার সমতুল্য (সাওয়াব পান)। তারপর আগমনকারী গরু কুরবানী করার সমতুল্য। তারপর আগমকারী ভেড়া কুরবানী করার সমতুল্য। তারপর আগমনকারী মুরগী সাদকাহ করার সমতুল্য। তারপর

আগমনকারী ডিম সাদকাহ করার সমতুল্য (সাওয়াব হাসিল করেন)।

জুমুআর নামাযের ফযীলতঃ

সহীহ মুসলিমের ৮৫৭ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنِ اغْتَسَلَ؟ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

"যে ব্যক্তি গোসল করে জুমুআর নামাযে হাযির হল, তারপর নির্ধারিত নামায আদায় করল, অতঃপর ইমামের খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকল, এরপর ইমামের সাথে জুমুআর নামায আদায় করল, সেই ব্যক্তির দু'জুমুআর মধ্যবর্তী দিনগুলির এবং আরও তিনদিনের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।"

শ্রোতামণ্ডলী ! যারা জুমুআর নামায পড়েনা তাদের জন্য নবীজির একটি সতর্কবাণী লক্ষ্য করিঃ সহীহ মুসলিমের ৮৬৫ নম্বর হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার এবং

আবূ হুরাইরাহ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা দুজনেই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বারের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেনঃ

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

“যারা জুমুআর নামায ছেড়ে দেয়, তাদেরকে এ অভ্যাস বর্জন করতে হবে। তা না হলে আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেবেন। এরপর তারা গাফেলদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।” আর সুনানে তিরমিযীর ৫০০ নম্বর হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

“যে ব্যক্তি অলসতা ও গাফলতি করে পর পর তিন জুমুআ ত্যাগ করে আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরে মোহর মেরে দেন।”

জুমুআর দিন ফজরের ফরয নামাযে সূরা ‘সাজদাহ’ এবং সূরা’ দাহ্‌র’ পড়া মুসতাহাব। সহীহ মুসলিমের ৮৮০

নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: بِالم تَنْزِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَفِي الثَّانِيَةِ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا

"রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমুআর দিন ফজরের নামাযে প্রথম রাকআতে সূরা 'সাজদাহ' ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা 'দাহ্‌র' পড়তেন।"

জুমুআর দিন সূরা কাহাফ পড়ার ফযীলতঃ

শুআ'বুল ঈমান কিতাবের ২৭৭৭ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"যে ব্যক্তি জুমুআ'র দিন সূরা কাহ্‌ফ পড়বে, তার জন্য তার সেই স্থান থেকে কা'বাঘর পর্যন্ত নূরে উজ্জল হয়ে যাবে।" 'তারগীব-তারহীব' কিতবের ১০৮৭ নম্বর হাদীসে ইবনে উমার (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، سَطَعَ لَهُ نُوْرٌمِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلٰى عَنَانِ السَّمَاءِ،يُضِيْءُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

"যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে সূরা কাহ্‌ফ পড়বে, তার পায়ের নিচে থেকে আসমান পর্যন্ত নূর ছড়িয়ে পড়বে। আর কিয়ামতের দিন তার জন্য সেই নূর চমকাতে থাকবে এবং দুই জুমুআর মাঝখানের সব গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।" মুহাদ্দিগণ এসব হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নিয়মিত সূরা কাহ্‌ফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার ঈমানের হেফাযত করবেন। সে বেশি বেশি নেককাজ করার তাওফীক পায় এবং সৎকাজের কারণে তার অন্তর নূরানী হয়ে যায়। সে মারা গেলে তার কবর প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।

জুমুআর দিনে দরূদ পড়ার ফযীলতঃ একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমুআর দিনের ফযীলত বয়ান করে বলেছিলেনঃ "তোমরা জুমুআর দিনে আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পড়। কেননা, তোমাদের দরূদ আমাকে পেশ করা হয়। এক সাহাবী জিজ্ঞেস করেছিলেন,

ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমাদের দরূদ আপনার কাছে কীভাবে পেশ করা হয়? অথচ আপনি তো জীর্ণ বা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে যাবেন ! তখন নবীজি বলেছিলেনঃ আল্লাহ তায়ালা নবীদের শরীরকে ক্ষয় করা, মাটির জন্য নিষেধ করে দিয়েছেন।”এ হাদীসটি সুনানে ইবনে মাজার ১৬৩৬ নম্বরে হযরত আউস ইবনে আউস (রযি) হতে বর্ণিত আছে।

শামসুদ্দীন সাখাবী (রহ) ‘আলকওলুল বাদী’ নামক কিতাবের ১৯৮ পৃষ্ঠায় হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন আসরের নামায পড়ে নিজের স্থান থেকে ওঠার আগে ৮০ বার اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا এই দরূদটি পড়বে, তার ৮০ বছরের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং ৮০ বছর ইবাদতের নেকী দেওয়া হবে।

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)